৭০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

জনমত

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একটি প্রতিবাদ

গত ৯-১-৯৪ তারিখের 'দৈনিক বাংলা'র 'জনমত' কলামে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতরের পরিচালক, জনাব দেওয়ান রাশীদুল হাসান আমাদের ২৪-১২-৯৩ তারিখে প্রকাশিত "কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অব্যবস্থা" শীর্ষক পত্রের প্রতিবাদ করে যে চিঠি লিখেছেন তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জনাব হাসান তার চিঠিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা অব্যবস্থা সম্পর্কিত আমাদের পর্যালোচনা এবং তথ্য বিভ্রান্তি-মূলক। অবশ্য তিনি তার পত্রে স্বীকার করেছেন যে ছাত্রছাত্রীরা গত ৪-১২-৯৩ তারিখে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব (তত্ত্বীয়) পরীক্ষাটি বর্জন করে পরীক্ষা হল ত্যাগ করেছিল। কেন করেছিল সে সম্পর্কে অবশ্য জনাব হাসান কিছু উল্লেখ করেননি। পরীক্ষা হলে ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হলে স্বাভাবিক নিয়মে পরীক্ষা দেয়ারইতো কথা। অথচ তারা হল ত্যাগ করলো। কিন্তু কেন? যাহোক, আবার বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশিত হতে পারে এ আশঙ্কায় এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করছি না। তবে আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে উক্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এবং ঐ বিষয়ে পরীক্ষা আবার নেয়া হলো কিনা এ ব্যাপারে পত্রিকার মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করে সকল প্রকার ভুল বোঝা-বুঝির অবসান ঘটাবেন। সংবাদপত্রে তথ্য পরিবেশনে আমাদের শিক্ষক সমিতির সততা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ এ পত্রের দিনাজপুরস্থ হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি এই সঙ্গে পেশ করছি। একই সঙ্গে দুটি কলেজের শিক্ষক পরিষদ নিশ্চয় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করতে পারে না।

আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালককে সবিনয়ে অনুরোধ করবো, তিনি যেন বৃহত্তর স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি কলেজগুলোর সাথে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Public Relation' জোরদার করার জন্য তাঁর "Good office" প্রয়োগ করেন। কয়েকদিন আগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং ওয়ার্ড কমিশনারদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ২৯ এবং ৩০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ব্যবহারিক পরীক্ষা অন্যদিন গ্রহণের জন্য সময়সূচী পরিবর্তনের অনুরোধ করে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে ঐ দুই দিন পরীক্ষা পেছানোর কোনই অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে কোন সেন্টারের ব্যবহারিক পরীক্ষার শিডিউল পরিবর্তন করলে অন্য সেন্টারে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কোন অসুবিধা হয় না। অথচ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ঐ দিন সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারী ভোট প্রদান করেছেন এবং অনেক শিক্ষক ঐ দিন নির্বাচন ডিউটিতেও হয়তো ছিলেন। আমাদের এটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না যে একটি বিশেষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন উপলক্ষে পরীক্ষার সময়সূচী কিছুটা পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন প্রত্যাখ্যাত হলো।

মোঃ জাহিদুল হক
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট শিক্ষক
সমিতি বিএআই, শেরে-বাংলা-নগর,
ঢাকা-১২০৭